০৭-০৪-১৮ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - একে অপরকে খুশির খোরাক খাওয়াতে থাকো, সর্বদা খুশির মেজাজে থাকা এবং খুশি বিতরণ করা, এটাই হল সব চেয়ে বড় আতিথেয়তা"

প্রশ্ন :- নিজের অবস্থাকে উচ্চ বানানোর বিধি কি? কি-কি মুখ্য বিষয়ে সচেতন থাকতে হয় ?

উত্তর :- উচ্চ অবস্থা বানাতে হলে -
১. নষ্ট-মোহ হওয়ার সাহস রাখতে হবে। ২. নিজের চার্ট রাখতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ করার সময় তাঁর সাথে কি-কি বার্তালাপ করলে? কতক্ষন স্মরণ করলে। ৩. নিদ্রাজয়ী হতে হবে। ৪. পুরানো শরীরের যত্নও নিতে হবে আবার তাকে ভুলতেও হবে। ৫. দৈবী স্বভাব যুক্ত হতে হবে। স্বভাবের বশীভূত হয়ে কাউকে পীড়ন করবে না। ৬. সব ডিফেক্ট (ত্রুটি বিচ্যুতি) বার করে দিয়ে পিওর ডায়মন্ড হতে হবে।
৭. সকলকে সুখ প্রদানকারী সুগন্ধি ফুল হতে হবে।

ওম্ শান্তি। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদানকারী অলৌকিক বাবা বসে অলৌকিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। এখন বাচ্চারা তোমাদের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই পুরানো দুনিয়া বদলাতে যাচ্ছে।বেচারা মানুষ জানেনা যে কে পরিবর্তন করেন এবং কি ভাবে পরিবর্তন করেন। কেননা তাদের কাছে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র নেই। বাচ্চারা তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় প্রাপ্ত হয়েছে। তাই তোমরা সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তের রহস্য জানো। এ হল জ্ঞানের স্যাকারিন । এক ফোঁটা স্যাকারিনও কত মিষ্টি হয়।জ্ঞানেরও একটি শব্দ মন্মনাভব - সব থেকে মিষ্টি।নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো । বাবা শান্তিধাম ও সুখ ধামের রাস্তা বলছেন। বাবা এসেছেন বাচ্চাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করতে। তাহলে বাচ্চাদের কতো খুশি থাকা উচিত ! এটা বলাও হয় খুশির মতন পুষ্টিকর কিছুই নেই। যারা সদা সর্বদা খুশি থাকে তাদের জন্য এটা হল খোরাক। ২১ জন্ম সুখে থাকার জন্য এ হল এক দারুন খোরাক। এই খোরাক সর্বদা এক এক জনকে খাওয়াতে থেকো। একে অন্যের খুব ভালো আতিথেয়তা করতে হবে। এরকম আতিথেয়তা অন্য কোনো মানুষ, মানুষের জন্য করতে পারে না ।

এখন তোমরা শ্রীমতে চলে সকলের অলৌকিক আতিথেয়তা করছ । কারো সত্যিকারের হিতসাধনই হল তাকে বাবার পরিচয় দেওয়া। মিষ্টি বাচ্চারা জানে বেহদের বাবার দ্বারাই আমরা জীবনমুক্তির খোরাক পাই । সত্য যুগে ভারত জীবন মুক্ত ছিল,পবিত্র ছিল। বাবা অনেক বড়ো ও উচ্চ খোরাক দেন, তাই তো গাওয়া হয় অতীন্দ্রিয় সুখ কী, তা জানতে হলে গোপ গোপিনীদের জিজ্ঞাসা করো । এই জ্ঞান ও যোগের কত ফার্স্ট ক্লাস ওয়ান্ডারফুল খোরাক । এই খোরাক মাত্র একজন অলৌকিক সার্জেনের কাছেই আছে। আর কেউ এই খোরাকের বিষয়ে জানেনা। বাবা বলেন, বাচ্চারা আমি তোমাদের জন্য হাতের মুঠোয় উপহার এনেছি। মুক্তি, জীবনমুক্তির এই উপহার আমার কাছেই থাকে। প্রতি কল্পে আমি এসে তোমাদের দিই অতপর রাবণ কেড়ে নেয়। এখন বাচ্চারা তোমাদের খুশির পারদ তো উর্দ্ধগামী হওয়া উচিত। তোমরা জানো আমাদের একজনই বাবা, শিক্ষক এবং সত্যিকারের সদ্গুরু আছেন যিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যান। মোস্ট বিলাভেড বাবার কাছে আমরা বিশ্বের

রাজশাহী প্রাপ্ত করি। এটা কি কম কথা ! সর্বদা খুশি থাকা উচিত। গডলি স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট। এটা এখনকারই গায়ন তাই না ! পুনরায় নতুন দুনিয়ায় তোমরা সর্বদা খুশিতে পূর্ণ থাকবে। দুনিয়া জানেনা সত্যিকারের খুশি কবে পালন করা হয় । মানুষদের তো সত্যযুগের জ্ঞানই নেই তাই এখানেই খুশি পালন করতে থাকে। কিন্তু এই পুরানো তমোপ্রধান দুনিয়াতে খুশী কোথা থেকে আসবে ! এখানে তো মানুষ ত্রাহি-ত্রাহি করতে থাকে। এ কতো দুঃখের দুনিয়া।

বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কত সহজ রাস্তা দেখান। গৃহস্থ জীবনে থেকেও পদ্ম ফুলের মতো থাকবে। নিজের-নিজের কাজ-কারবারে নিযুক্ত থেকেও আমাকে স্মরণ করতে থাকো । যেমন প্রেমিক- প্রেমিকারা হয় । তারা তো একে অন্যকে স্মরণ করতে থাকে। একজন হল প্রেমিক আর একজন হল তার প্রেমিকা। এখানে সে সব ব্যাপার নেই । এখানে তো তোমরা সকলেই এক মাশুক বা প্রীতমের জন্ম-জন্মান্তরের প্রেমিকা হয়ে থাকো । বাবা কখনই তোমাদের প্রেমিক হন না। তোমরা সেই প্রেমিকের আগমনের জন্য তাকেই স্মরণ করতে থাকো। যখন দুঃখ বেশি হয় তখন বেশি করে স্মরণ হয়। তাই তো বলা হয় দুঃখে সবাই তাঁকে স্মরণ করে, সুখের সময় কেউ করে না । এই সময় বাবাও হলেন সর্বশক্তিবান। দিন দিন মায়াও সর্বশক্তিবান তমোপ্রধান হতে থাকে। সেই কারণেই বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা দেহী - অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা জেনে আমাকে, বাবাকে স্মরণ করো, তার সাথে-সাথে দৈবী গুণ ধারণ করো। তবেই এমন (লক্ষী-নারায়ণ) হয়ে যাবে। এই পড়াশুনোয় প্রধান কথাটাই হলো স্মরণের। উঁচু থেকে উঁচুতে স্থিত বাবাকে পরম আদরে, স্নেহে, স্মরণ করা উচিত। সেই উঁচু থেকে উঁচুতে থাকা বাবাই নতুন দুনিয়া স্থাপন করবেন। বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নতুন দুনিয়ার মালিক বানানোর জন্য, তাই এখন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের অনেক জন্মের পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। পতিত পাবন বাবা বলেন, তোমরা অনেক পতিত হয়ে গেছো তাই আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। পতিত পাবন বাবাকেই তো ডাকে তাই না ! এখন বাবা এসেছেন তো নিশ্চয় পবিত্র হতে হবে । বাবা হলেন দুঃখ হরণকারী, সুখপ্রদানকারী। অবশ্যই সত্যযুগে পবিত্র দুনিয়া ছিল, তাই সকলেই সুখী ছিল। এখন বাবা আবার বলছে, - বাচ্চারা শান্তিধাম ও সুখধামকে স্মরণ করতে থাকো। এখন হলো সঙ্গমযুগ। মাঝি (কান্ডারী হলেন বাবা) তোমাকে এপার থেকে ওপারে নিয়ে যায়। এ কোনো একটি নৌকা নয়, পুরো দুনিয়ায়ই যেন একটা বড় জাহাজ, সেটাকেই ওপারে নিয়ে যান। বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন নিজেকে আত্মা জ্ঞানে বাবাকে স্মরণ করো। তুমিও বাবার সেবায় নিয়োজিত হও। অন গডফাদারলি সার্ভিস। বাবাই তোমাকে বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন। যে ভালো পুরুষার্থ করে তাকে মহাবীর বলা হয়। দেখা হয় এমন মহাবীর কে আছে যে বাবার নির্দেশানুসার চলে। বাবার আদেশ (ফরমান) নিজেকে আত্মা জ্ঞানে, সকলকে ভাই - ভাই মনে করো। এই শরীর ভুলে যাও। বাবাও এই শরীরকে দেখেন না । বাবা বলেন আমি আত্মাদের দেখি। যদিও এই জ্ঞান তো আছেই যে আত্মা শরীর ছাড়া কথা বলতে পারে না। আমিও এই শরীরে এসেছি। লোন নিয়েছি। শরীরের দ্বারাই আত্মা এই পড়া পড়তে পারে। এখানেই বাবার বৈঠকি। এটা হলো অকাল তখ্ত। আত্মা হল অকালমূর্ত। আত্মা কখনো ছোটো বড় হয় না। শরীর ছোট বড় হয়। সকল আত্মাদের আসন (তখ্ত) হলো এই ভ্রুকুটি মাঝখানে । শরীর তো সকলের আলাদা - আলাদা হয়। কারো অকাল সিংহাসন পুরুষের তো কারো স্ত্রীর। কারো আসন বাচ্চার । বাবা বসে বাচ্চাদের অলৌকিক ড্রিল করাচ্ছেন। যখন কারো সাথে কথা বলবে, নিজেকে আত্মা ভাববে। আমি আত্মা অমুক ভাইয়ের সাথে কথা বলছি। বাবার বার্তা দিতে

হবে হবে যে শিববাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই জং পরিষ্কার করতে হবে। সোনাতে যখন খাদ পড়ে তখন সোনার মূল্য কমে যায়। তোমাদের আত্মাদেরও জং লেগে যাওয়ায় তোমরা ভ্যালুলেস হয়ে গেছো। এখন আবার পবিত্র হতে হবে। তোমরা আত্মারা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছ । সেই নেত্রের দ্বারা নিজের ভাইদের দেখ। ভাই, ভাইকে দেখলে কর্মেন্দ্রিয় চঞ্চল হবে না। রাজ ভাগ্য নিতে হবে। বিশ্বের মালিক হতে হলে এই পরিশ্রম তো করতেই হবে। ভাই-ভাই মনে করে সকলকে জ্ঞান বিতরণ করো। তাহলে এই বোধ পাকা পোক্ত হয়ে যাবে। তোমরা সকলেই হলে সত্যিকারের ভাই। বাবাও উপর থেকে এসেছেন এবং তোমরাও তাই। বাবা বাচ্চাদের সাথে সেবা করছেন। সেবা করবার জন্য বাবা সাহস জোগাচ্ছেন। হিম্মাতে মর্যাদা (মানুষ সাহস দেখালে ভগবান তার সাথ দেন) ..... তো এই প্রাক্টিস করতে হবে। আমি আত্মা ভাইকে পড়াই। আত্মা পড়ে তাই না ! একেই স্পিরিচুয়াল নলেজ (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) বলা হয়। যা অলৌকিক বাবার কাছেই পাওয়া যায়। সঙ্গমে এসেই বাবা এই নলেজ দেন, নিজেকে আত্মা ভাবো। তোমরা নগ্ন এসেছিলে এবং শরীর ধারণ করে এখানে ৮৪ জন্মের জন্য ভূমিকা পালন করেছো। এখন আবার ফিরে যেতে হবে, তাই নিজেকে আত্মা ভেবে ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টির দ্বারা দেখতে হবে। এই পরিশ্রম করতে হবে। নিজের পরিশ্রম নিজেকেই করতে হয়, অন্য কিছুতে আমাদের কি আসে যায় । চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম অর্থাৎ আগে নিজেকে আত্মা ভাবো তারপর ভাইদেরকে বোঝাও। তাহলে ভালো ভাবে তীর লাগবে। সার্ভিসে এই ধার ভরতে হবে। পরিশ্রম করলে তবেই উঁচু পদ পাবে। কিছু-কিছু সহ্যও করতে হয়।

কেউ উল্টো পাল্টা কথা বললে তুমি চুপ করে থেকো । তুমি চুপ থাকলে অন্যেরা কি করবে ! তালি দুই হাতে বাজে। একজন মুখের তালি বাজাচ্ছে, দ্বিতীয় জন চুপ করে থাকলে সে নিজেই চুপ হয়ে যাবে। তালি দিয়ে তালি বাজালেই আওয়াজ হয়। বাচ্চাদের একে অপরের কল্যাণ করতে হবে । বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা সর্বদা খুশি থাকতে চাও তো "মন্মনাভব" (তোমার মন আমাকে নিযুক্ত করো) । নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। আত্মা ভাইকে দেখো । ভাইদেরকেও এই জ্ঞান দাও। এটা অভ্যাস হয়ে গেলে এই ক্রিমিনাল চোখ আর ধোকা দিতে পারবে না। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের দ্বারা তৃতীয় নেত্রকে দেখ । বাবাও তোমাদের আত্মাকেই দেখেন । চেষ্টা এটাই করতে হবে যেন সর্বদা আত্মাকেই দেখি । শরীরকে যেন না দেখা হয়। যোগ করানোর সময়ও নিজেকে আত্মা ভেবে ভাইদের দেখবে তাহলে ভালো সেবা হবে। বাবা বলেছেন ভাইদেরকে বোঝাও। ভাইরা সকলেই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। এই অলৌকিক জ্ঞান তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা একবারই পাও। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়ে আবার দেবতা হতে যাচ্ছ। এই সঙ্গম যুগ ত্যাগ করবে ভাবছ? তাহলে পার কি করে হবে। লাফ দেবে নাকি ! এটা হলো ওয়ান্ডারফুল সঙ্গম যুগ। বাচ্চাদের অলৌকিক (রুহানি) যাত্রায় থাকার অভ্যাস করতে হবে। আমি তোমাদের ভালোর জন্যই বলছি। বাবার শিক্ষা ভাইদের দিতে হবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের জ্ঞান দিচ্ছি। আত্মাদেরই দেখি। মানুষ - মানুষের সাথে কথা বললে তার মুখের দিকে তো তাকালে, তাই না ! তোমরা আত্মাদের সাথে কথা বলো তাই আত্মাদেরই দেখবে। এই শরীরের দ্বারা জ্ঞান দিলেও কিন্তু শরীরের ভাব ত্যাগ করতে হয়। তোমাদের আত্মা অনুভব করে পরমাত্মা বাবা আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন। বাবাও বলেন আমি আত্মাদের দেখি, আত্মারাও বলে আমরা পরমাত্মা বাবাকে দেখি। তাঁর থেকে জ্ঞান নিচ্ছি, এটাকেই বলে স্পিরিচুয়াল জ্ঞানের আদান-প্রদান, আত্মার সাথে আত্মার।আত্মাতেই জ্ঞান অন্তর্নিহিত থাকে । আত্মাকেই জ্ঞান দিতে হবে। এ যেন তরবারির ধার। তোমাদের জ্ঞান এই রকম ধারাল

হয়ে গেলে, কাউকে বোঝালে তৎক্ষণাৎ তীর লেগে যাবে। বাবা বলে প্র্যাক্টিস করে দেখো তীর লাগে কি না। এই নতুন অভ্যাস করলে আর দেহানুভূতি থাকবে না। মায়ার ঝড় কম আসবে, খারাপ চিন্তা আসবে না। ক্রিমিনাল দৃষ্টিও থাকবে না। আমরা আত্মারা ৮৪ চক্র পরিক্রমা করি । এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে। এখন বাবার স্মরণে থাকতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। কত সহজ ব্যাপার । বাবা জানেন বাচ্চাদের এই শিক্ষা দেওয়াও আমারই পার্ট, কোনো নতুন ব্যাপার নয়। প্রতি ৫০০০ বছর অন্তর আমাকে আসতে হয়। আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাচ্চাদের বসে বোঝাই - মিষ্টি বাচ্চারা অলৌকিক স্মরণের যাত্রাপথে থাকো তাহলে "অন্ত মতি তেমনই গতি" হয়ে যাবে । এটা অন্তিম তাই না ! মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে তোমাদের সদগতি হয়ে যাবে। স্মরণের যাত্রার দ্বারা পায়া আরো মজবুত হয়ে যাবে । এই দেহী - অভিমানী হওয়ার শিক্ষা একবারই তোমরা বাচ্চারা পাও। কি ওয়ান্ডারফুল এই জ্ঞান ! বাবা ওয়ান্ডারফুল তাই বাবার জ্ঞানও ওয়ান্ডারফুল, যা আর কেউই দিতে পারে না।

এ হলো তোমাদের ব্রাহ্মণদের সর্বোত্তম উঁচু থেকে উঁচু কুল। এই সময় তোমাদের জীবন হল অমূল্য, তাই, এই শরীরও সামলাতে হবে। তমোপ্রধান হওয়ার জন্য শরীরের আয়ুও কম হয়ে গেছে। এখন তোমরা যত যোগে থাকবে, তত আয়ু বাড়বে। সত্য যুগে তোমাদের আয়ু বাড়তে-বাড়তে ১৫০ বৎসর হয়ে যাবে। তাই শরীরের খেয়াল রাখতে হবে। এমন ভেবো না যে এটা তো মাটির পুতুল, কখন ভেঙে যাবে। না, এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই জীবন হল অমুল্য ! কেউ অসুস্থ হলে বিরক্ত হওয়া উচিত নয় । তাকেও বলো শিববাবাকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে তত তার পাপ খন্ডন হতে থাকবে। তাদের সেবা করা উচিত । বেঁচে থাকুক, শিববাবারকে স্মরণও করতে থাকুক।

বাচ্চাদের নষ্ট-মোহ হওয়ার সাহস চাই। ঝট করে নষ্ট-মোহ হয়ে যাওয়া উচিত। বেহদের বাবাকে পেয়েছো তাই ওনার কাছ থেকে পুরো সম্পদ নিতে হবে। বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন, চার্ট রেখো - বাবাকে স্মরণ করার সময় কি কথা বলেছো ? বাবার কত মহিমা গান করেছো, খাবার সময় কত স্মরণ করেছো, পুনরায় ভুলে গেছো। নিজের স্থিতিকে উঁচু বানানো খুব দরকার। নিদ্রার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। স্মরণ আরো বাড়াতে হবে। অন্যদেরকেও শেখাতে থাকো, এতে নষ্ট-মোহ অবশ্যই হতে হয়। পুরানো শরীর বিস্মৃত হতে হয়, বাবার হয়েছো তাহলে তাকেই স্মরণ করতে হয়। যে বাবা আমাদের হীরের মতন তৈরী করেন, তাঁকে কত ভালোবাসা সহকারে স্মরণ করা উচিত। নিজের পরীক্ষা নিজেই করতে হয় যে - আমার কী দৈবী স্বভাব ? মানুষকে নিজের স্বভাব খুব কষ্ট দেয়। সকলেই নিজের তৃতীয় নেত্র পেয়েছে, তাহলে তার দ্বারাই পরীক্ষা করা উচিত। আমার স্মরণ বাবার কাছ পর্যন্ত পৌঁছায় ? যা ডিফেক্ট আছে তা বের করে দিয়ে পিওর ডায়মন্ড হতে হবে। একটুও ত্রুটি থাকলে মূল্য কমে যাবে, তাই পরিশ্রম করে নিজেকে মূল্যবান হীরা তৈরী করতে হবে। বাবা জানেন কর্মাতীত অবস্থা পরে ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুসারে আসবে। তাও বাবা তো পুরুষার্থ করার জন্যই বলবেন। পুরুষার্থের ক্রমানুসারে বাবাও তাদেরকে ভালোবাসবেন। যারা অন্যদের সুখ প্রদানকারী সুগন্ধিত ফুল, তারা নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। বাবা তাও বাচ্চাদের বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে সব মলিনতা বেরিয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করার সময় মন একদম শীতল হয়ে যাওয়া উচিত। বাবার জন্য ছটফট করা উচিত। বাবা, মিষ্টি বাবা আপনি আমাদের কি থেকে কিসে রূপান্তরিত করছেন ! আর কেউ তো

জানেইনা তোমরা কিসে রূপান্তরিত হচ্ছ। তাহলে এমন মিষ্টি বাবাকে অত্যন্ত প্রেমপূর্বক স্মরণ করা উচিত। কিছু বান্ধেলী মায়েরা (যাদের অনেক বন্ধন রয়েছে) খুব স্মরণ করে, জানিনা কি করে তারা নিজেদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। তাদের যা ভালোবাসা(বাবার প্রতি) তা অন্য বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায় না। বাবাকে স্মরণ করতে থাকে আর অশ্রু সজল হতে থাকে। বাবা আপনার সাথে কবে মিলিত হবো? বিশ্বের মালিক বানান যে বাবা, হে বাবা কবে সম্মুখে মিলিত হব ! এইভাবে খুব প্রেমপূর্বক বাবাকে স্মরণ করে। সমস্ত দুঃখ নিবারণকারী বাবা আপনি আমাদের সৌভাগ্যবান করেছেন ! আপনি আমাদের বিশ্বের মালিক বানান। স্মরণের বলও তারা অনেক পায়। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা এবং বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং গুড মর্নিং। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) যদি কেউ আজে-বাজে কথা বলে তাহলেও চুপ থাকবে। মুখের তালি (মৌখিক বিবাদে যাবে না) বাজাবে না। সহ্য করতে হবে। একে অপরের কল্যাণ করতে হবে।

২) জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের দ্বারা আত্মা ভাইকে দেখতে হবে। নিজেকে ভাই মনে করে ভাইকে জ্ঞান দিতে হবে। অলৌকিক ড্রিল করতে হবে এবং করাতে হবে। নিজেকে পরিশ্রম করতে হবে, অন্যকে দেখলে হবে না।

বরদান:- বিলীন হয়ে যাওয়ার ও বিলয় করে নেওয়ার শক্তির দ্বারা একাগ্রতার অনুভবকারী সার স্বরূপ ভব

দেহের, দেহের সম্পর্কের এবং বস্তু-সমূহের সুবিশাল বিস্তার, সমস্ত ধরণের বিস্তারকেই সার রূপে নিয়ে আসার জন্য বিলীন হওয়ার এবং বিলয় করে নেবার শক্তি চাই। সর্ব প্রকার বিস্তারকে একটি বিন্দুতে সীমিত করে দাও। আমি এক বিন্দু, বাবাও এক বিন্দু, এক বাবা রূপী বিন্দুতেই সম্পূর্ণ সংসার বিলীন হয়ে রয়েছে। তাহলে বিন্দু রূপ অর্থাৎ সার স্বরূপ হওয়া মানে একাগ্র হওয়া। একাগ্রতার অভ্যাসের দ্বারা এক সেকেন্ডে যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা বুদ্ধি সেই স্থিতিতেই স্থিত হতে পারে।

স্লোগান:- যে সর্বদা অলৌকিক স্থিতিতে থাকে সে-ই অলৌকিক গোলাপ।